MAR. 05 2000

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

101

সরজমিন গৌরীপুর

রাজনৈতিক নেতা শিক্ষক-পরিদর্শকরাও নকল সরবরাহকারী!

জাহাঙ্গীর আলম লিটন, গৌরীপুর থেকে ফিরে : দেশব্যাপী এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে গতকাল শনিবার ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর থানার দুটো কেন্দ্রে নকল ও গণটোকাটুকির উৎসব বসে। স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও তাদের ক্যাডার বাহিনী থেকে শুরু করে নকল সরবরাহে নামে কেন্দ্র পরিদর্শক এবং শিক্ষকরাও! এরই মাঝে একটি কেন্দ্রে এক পরীক্ষার্থীর টেবিলে বাইরে থেকে ছোড়া নকল এসে পড়ায় বহিষ্কার করা হয় ঘটনার শিকার নিরপরাধ ছাত্রটিকে। নকল উৎসবের সংবাদ ও আলোকচিত্র সংগ্রহে বাধা দেওয়া হয় সাংবাদিকদের। সার্বিক পরিস্থিতির সামনে স্থানীয় প্রশাসন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিটি হয়ে পড়ে অসহায়।

কাল ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা চলাকালীন এই প্রতিবেদক গৌরীপুর আর কে উচ্চ বিদ্যালয় এবং সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র সরজমিন পরিদর্শন করেন।

● এরপর - পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

রাজনৈতিক নেতা শিক্ষক-পরিদর্শকরাও

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষা কেন্দ্র দুটোতে নকল সবররাহকারী ও বহিরাগতদের দৌরাত্ম্য দেখা গেলেও স্থানীয় প্রশাসন এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিটির কোনো অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়নি।

সরকারি বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা ও তাদের সন্ত্রাসী বাহিনীর ছিল অবাধ বিচরণ। স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা ও গৌরীপুর কলেজের সাবেক ভিপি হাবিবউল্লাহ, বর্তমান জিএস মজিবর, ছাত্রলীগ নেতা সুমন, মুন্নাফ, রঞ্জিত, জাতীয় পার্টি নেতা মোস্তফাসহ কেন্দ্রে উপস্থিত প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা জানান, কেন্দ্রের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণই তাদের উদ্দেশ্য। মুখে এ কথা বললেও তাদের অনেককেই প্রকাশ্যে নকল সরবরাহ করতে দেখা গেছে। কেন্দ্র পরিদর্শনে আসা থানা নির্বাহী কর্মকর্তা আলমগীর হোসেনকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কেন্দ্র কমিটিতেই কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাকে রাখা হয়েছে।

আর কে উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের অবস্থা ছিল আরো ভয়াবহ। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের পাশাপাশি সেখানে নকল সরবরাহে সক্রিয় ছিলেন কেন্দ্র পরিদর্শক-শিক্ষকরাও। বহিরাগতদের অবাধ বিচরণ ও শিক্ষকদের পরীক্ষার্থীদের উত্তর বলে এমনকি লিখে দেওয়ার দৃশ্যও দেখা যায় ঐ কেন্দ্রে। উঁচু দেয়াল পাড়ি দিয়ে আপনজনকে নকল সরবরাহ করে মহিলারাও।

আর কে উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রেই বাইরে থেকে ছোড়া নকলের কপি জামালউদ্দীন নামে এক পরীক্ষার্থীর সামনে এসে পড়ে। কেন্দ্র পরিদর্শক তাকে বহিষ্কার করেন। কাকুতি-মিনতি করতে করতে নিরপরাধ ছাত্রটি বারবার মূর্ছা যাচ্ছিল। নিরপরাধ জামালকে যখন নকলের দায়ে বহিষ্কার করা হয় তখনও কেন্দ্রে অনেক পরীক্ষার্থীকে সামনেই খোলা বাই নিয়ে লিখতে দেখা গেছে। এমন পরিস্থিতিতে নকলে অনাগ্রহী ছাত্রদের পক্ষে স্বাভাবিকমানের পরীক্ষা দেওয়া রীতিমতো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নাম প্রকাশে একজন শিক্ষক বলেন, স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাব ও মাস্তানদের দাপটে ভীত সন্ত্রস্ত শিক্ষকদের সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করতে হচ্ছে। বিডিআর মোতায়েনের মাধ্যমে কেন্দ্রে বহিরাগতদের প্রবেশ ও অবাধ বিচরণ বন্ধ না করা হলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটবে বলে আশঙ্কা করছেন ঐ শিক্ষক।